বঙ্গভবন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১;

সফররত মালদ্বিপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহিদ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উভয় দেশের হাইকমিশনারদ্বয় এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মালদ্বিপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মালদ্বিপ বাংলাদেশের পরিক্ষিত বন্ধু এবং বাংলাদেশ মালদ্বিপের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ ও মালদ্বিপ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন ইস্যুতে একে অপরকে সমর্থন করে। রাষ্ট্রপতি বলেন, মালদ্বিপে প্রায় ৮৫ হাজার বাংলাদেশি কর্মরত, তারা দু’দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে দক্ষ জনবল রয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ আরও দক্ষ জনবল মালদ্বিপে পাঠাতে প্রস্তুত। রাষ্ট্রপতি বলেন, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য মালদ্বিপের বহু শিক্ষার্থী বাংলাদেশে অধ্যায়ন করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মালদ্বিপের আরো শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন সমঝোতা স্মারকের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ ঔষধ, তৈরি পোশাক, সিরামিকস, চামড়া ও চামড়াজাত, পাটজাত পণ্য সহ আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে। তিনি বলেন মালদ্বিপ বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্য বিশেষ করে ঔষধ আমদানি করতে পারে। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে মালদ্বিপের প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাতে বাংলাদেশের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সাক্ষাতকালে সফররত মালদ্বিপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ সব ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী মালদ্বিপ। মালদ্বিপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষে মালদ্বিপের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের বিদ্যমান সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মো: জয়নাল আবেদীন ও সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।